মুন্সিগঞ্জের লৌহজং থানায় হলুদিয়া গ্রামে যৌতুক না দেওয়ায় তুলি রাণী সাহাকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছে বলে পরিবারের অভিযোগ

তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদন
অধিকার

গত ১৩ নভেম্বর ২০১১ ভোর রাতের দিকে মুন্সিগঞ্জ জেলার লৌহজং থানার হলুদিয়া গ্রামের তুলি রানী সাহা (১৯) কে তাঁর স্বামী মোঃ জাহিদ শেখ (২৫), শাশুড়ী জোসনা বেগম (৫০) এবং শ্বশুর মোঃ জয়নাল শেখ (৬০) শ্বাসরোধ করে হত্যা করে বলে তুলির পরিবারের অভিযোগ। তুলির বড় ভাই সাগর সাহা বাদী হয়ে লৌহজং থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেছেন। মামলার নম্বর-০২, তারিখ-১৩/১১/১১, ধারা- নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (সংশোধিত ২০০৩) এর ১১(ক)/৩০।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই আবুল কালাম মামলার চার্জসীট ৩১ জানুয়ারি ২০১২ তারিখে আদালতে দাখিল করেছেন। ঐ চার্জসীটের ব্যাপারে তুলির পরিবার সংক্ষুব্ধ হয়ে আদালতে নারাজী দরখাস্ত দেয় কিন্তু আদালত নারাজী দরখাস্ত খারিজ করে চার্জসীটটি আমলে নেয়।

মোঃ জাহিদ শেখ আদালতে হাজিরা দিতে আসলে পুলিশ জাহিদকে গ্রেফতার করে।

মানবাধিকার সংগঠন অধিকার ঘটনাটি সরেজমিনে তথ্যানুসন্ধান করে। তথ্যানুসন্ধানকালে অধিকার কথা বলে-

- নিহতের আত্মীয়স্বজন
- প্রতিবেশী
- ময়না তদন্তকারী ডাক্তার এবং
- মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তার সঙ্গে

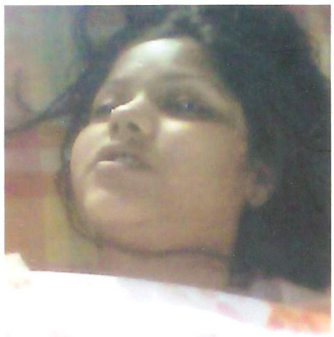

ছবি- তুলি রানী সাহা

সাগর সাহা, তুলির বড় ভাই

সাগর সাহা অধিকারকে বলেন, তাঁর বোন তুলি লৌহজং এর হলুদিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে দশম শ্রেণীর ছাত্রী হিসেবে অধ্যয়নরত ছিল। জাহিদ শেখ বিদ্যালয়ে আসা-যাওয়ার পথে তুলিকে বিভিন্ন কথা বলে প্রেমের সর্ম্পক গড়ে তুলে। ২০১০ সালের অক্টোবর মাসে জাহিদ তার নানা বাড়ি দক্ষিণ হলুদিয়ায় তুলিকে নিয়ে গিয়ে জোরপূর্বক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়ে তুলি নামের পরিবর্তে মীম নাম রাখে এবং সেইদিনই জাহিদ একজন হুজুর ডেকে তুলিকে মৌখিকভাবে বিয়ে করে। বিয়ের একমাস পর থেকে জাহিদের মা জোসনা বেগম তুলিকে যৌতুকের জন্য মারধর শুরু করে। এ কথা তুলির উকিল বাবা মোঃ কেরামত ফোনে তাঁকে জানান। সাগর এ সব শুনে তাঁদের মাকে মাঝে মাঝে জাহিদের বাড়িতে পাঠাতেন। সাগর সাহা বলেন, একদিন তুলির শ্বশুর, শাশুড়ি তুলিকে অনেক মারধর করলে তিনি নিজে সেখানে যান। তখন তুলির শ্বশুর শাশুড়ি যৌতুক বাবদ তাঁর কাছে এক লক্ষ টাকাসহ টিভি, ফ্যান, আসবাবপত্র ইত্যাদি দাবি করে। বাড়ি এসে তিনি বিষয়টি তাঁর বাবা মাকে অবগত করেন। কিন্তু তাঁর বাবা স্বপন সাহা যৌতুক দিতে অপারগতা প্রকাশ করেন। এর ফলে তুলির শ্বশুর, শাশুড়ি ও স্বামী জাহিদ তুলিকে আরো বেশী করে মানসিক ও শারীরিক অত্যাচার করতে থাকে। যৌতুক না পাওয়ায় এক পর্যায়ে তুলির শ্বশুর-শাশুড়ি তুলি ও জাহিদকে বাড়ী থেকে বের করে দেয়। জাহিদ তুলিকে নিয়ে বন্ধুর বাড়ীতে থেকে কাঠমিস্ত্রির কাজ করে সংসার চালায়। এর দুইমাস পর তুলির শ্বশুর-শাশুড়ী তাদের বাড়ী তুলে নেয়। কিন্তু এরপরেও এক লক্ষ টাকা যৌতুকের জন্য তুলির উপর অত্যাচার করতে থাকে। তুলি অন্তঃসত্বা হওয়ার পরও তার ওপর শারীরিক অত্যাচার চলতে থাকে। সাগর বলেন, বাচ্চা হওয়ার এক মাস আগে তিনি ও তাঁর মা তুলিকে বাড়ী নিয়ে আসতে চাইলে তুলির শাশুড়ি তাঁর মায়ের কাছে ৫০,০০০ টাকা দাবি করে। টাকা দেয়ার ব্যাপারে অসম্মতি জানালে তাঁর মার সামনেই জাহিদ তুলিকে মারধর শুরু করে। এ অবস্থায় তিনি টাকা দেয়ার শর্ত দিয়ে তুলিকে বাড়ীতে নিয়ে আসেন। গত ২৩/০৯/২০১১ তারিখ তুলি ঢাকা মিটফোর্ড হাসপাতালে এক কন্যা সন্তানের জন্ম দেয়। হাসপাতাল থেকে তুলি তাঁদের বাড়ীতে ফিরে আসে এবং জাহিদও তাঁদের বাড়ীতে এসে থাকে। গত ১২/১১/২০১১ তারিখ আনুমানিক সন্ধ্যা ৬:০০ টায় জাহিদের বাবা জয়নাল শেখ ও মা জোসনা বেগম তাঁদের বাড়ীতে আসেন এবং ২,০০,০০০ টাকা যৌতুক চান। তাঁর বাবা তাতে অপারগতা প্রকাশ করলে জাহিদ জোর করে তুলি ও বাচ্চাকে নিজ বাড়ীতে নিয়ে যায়। গত ১৩/১১/২০১১ তারিখ তুলির বান্ধবী লতা সকাল আনুমানিক ৭:০০ টায় তাঁর মাকে মুঠোফোনে জানায়, তুলি ভীষণ অসুস্থ। এ খবর পেয়ে বাবা-মা ও তিনি জাহিদের বাড়ী যান। সেখানে গিয়ে বাড়ীর দোতলার একটি ঘরের চৌকিতে তুলির লাশ দেখতে পান। তুলির গলায় সামান্য দাগ ছিল এবং সিলিং এর কাঠের সাথে একটি ওড়না মাটি পর্যন্ত ঝুলানো অবস্থায় দেখতে পান বলে জানান। সকাল আনুমানিক ৭:৩০ টায় পুলিশকে তিনি জানান এবং পুলিশ সকাল আনুমানিক ১০:০০ টায় জাহিদের বাড়ী আসে। সাগর বলেন, জাহিদের প্রতিবেশীর কাছে জানতে পারেন তাঁরা যাওয়ার আগেই ভোর বেলা তুলির দেড় মাসের সন্তানসহ জাহিদ ও তার মা-বাবা বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে গেছে। পুলিশ সাক্ষীদের উপস্থিতিতে সুরতহাল রিপোর্ট

তৈরী করে লাশ ময়না তদন্তের জন্য মুন্সিগঞ্জ জেলার সদর হাসপাতালের মর্গে নিয়ে যায়। পুলিশকে মামলা নেয়ার জন্য অনুরোধ করলে পুলিশ বলে ময়না তদন্তের রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত কোন মামলা নেয়া হবে না। ময়না তদন্তের পর সন্ধ্যা ৭:০০ টায় তিনি নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (সংশোধনী ২০০৩) এর ১১(ক)/৩০ ধারায় মামলা দায়ের করেন।

৬ মে ২০১২ তারিখে তুলির ভাই সাগর সাহা অধিকারকে জানান, মামলার পরবর্তী শুনানীর তারিখ ২৭ মে ২০১২ ধার্য করা হয়েছে।

হেমা রাণী সাহা (৬০), তুলির মা

হেমা রাণী সাহা অধিকারকে বলেন, তুলির বিয়ের একমাস পর থেকে যৌতুকের জন্য জাহিদ ও তার বাবা-মা তুলিকে মারধর করতে থাকে। একসময় তুলি আলাদা সংসার করলে সংসারের সব আসবাবপত্র জাহিদ তাঁর কাছে দাবি করে। তিনি তখন গোপনে ট্রাংক, স্টোভ, হাঁড়িপাতিল এসব কিনে দেন এবং পরে জাহিদ ও তুলিকে জাহিদের বাবা-মা তাদের বাড়িতে ফিরিয়ে আনার পর তুলির শ্বশুর-শাশুড়ি ১,০০,০০০ টাকা দাবি করলে তিনি গোপনে গহনা বিক্রি করে ৫০,০০০ টাকা দেন। আরও ৫০,০০০ টাকা দাবি করলে তিনি প্রথমে ৩০,০০০ টাকা ও পরে ২০,০০০ টাকা দেন। তারপরও তারা তুলিকে মারধর করত। বাচ্চা হওয়ার একমাস আগে তুলিকে তিনি ও তাঁর ছেলে গিয়ে বাড়ী নিয়ে আসেন। ২৩/০৯/২০১১ তারিখে ঢাকার মিটফোর্ড হাসপাতালে একটি কন্যা সন্তানের জন্ম দেয় তুলি। এরপর তাঁরা তুলিকে তাঁদের বাড়ীতে নিয়ে আসেন। গত ১২/১১/২০১১ তারিখ জাহিদ ও জাহিদের বাবা-মা ২,০০,০০০ টাকা যৌতুক দাবি করে। তুলির বাবা তা দিতে অপরাগতা প্রকাশ করলে বাচ্চাসহ তুলিকে জোর করে জাহিদ নিজ বাড়ীতে নিয়ে যায়। ১৩/১১/২০১১ তারিখ তুলির বান্ধবী লতা ফোনে জানায় তুলি অসুস্থ। এখবর পেয়ে তাঁরা জাহিদের বাড়ীতে গিয়ে তুলির লাশ চৌকির ওপর শোয়া অবস্থায় দেখতে পান। তিনি বলেন, যৌতুকের কারণে তাঁর মেয়েকে হত্যা করা হয়েছে।

জরিনা বেগম (৪৫), জাহিদের প্রতিবেশী

জরিনা বেগম অধিকারকে বলেন, তুলি খুবই শান্ত ও মিশুক স্বভাবের মেয়ে ছিল। জাহিদ তুলিকে প্রায়ই মারধর করত। ১২/১১/২০১১ তারিখ সন্ধ্যার পর থেকে জাহিদ তার বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে জোরে গান ছেড়ে উঠানে আনন্দ ফূর্তি করেছিল প্রায় সারারাত। পরদিন ভোরে হইচই শুনে জাহিদের বাড়ি গিয়ে তুলির লাশ দোতলার ঘরে চৌকির ওপরে শোয়া অবস্থায় দেখতে পান। তিনি আরো জানান, তুলির শোবার ঘর বাড়ির নীচ তলায় ছিল কিন্তু তুলির লাশ দোতলার একটি ঘরে শোয়ানো ছিল।

মোঃ জাকির হোসেন (৪৫), পার্শ্ববর্তী দোকানদার

মোঃ জাকির হোসেন অধিকারকে বলেন, ১২/১১/২০১১ তারিখে সন্ধ্যার পর জাহিদ তাদের বাড়িতে প্রায় ১০/১২ জন বন্ধু নিয়ে গান বাজিয়ে উঠানে আনন্দ ফুর্তি করছিল। তিনি বলেন,

ওরা প্রায়ই মেয়েটি মারধর করত। তিনি চিৎকারের শব্দ পেতেন। তিনি মনে করেন, তুলি এভাবে আত্মহত্যা করতে পারে না এবং সারা রাত গান বাজানোর পেছনে নিশ্চয় জাহিদের অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল, যা সে বাস্তবায়ন করেছে।

ডাঃ মোঃ এহছানুল করিম, আর এম ও, মুন্সিগঞ্জ সদর হাসপাতাল (ময়না তদন্তকারী ডাক্তার)

মোঃ এহছানুল করিম অধিকারকে জানান, গত ১৩/১১/২০১১ সকাল আনুমানিক ১২:০০ টায় লৌহজং থানার পুলিশ সদস্যরা তুলির লাশ মর্গে নিয়ে আসে। তিনি বলেন, তুলির গলায় সামান্য দাগ দেখতে পেয়েছিলেন ।

মোঃ আবুল কালাম, এসআই, লৌহজং থানা, মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা

মোঃ আবুল কালাম অধিকারকে বলেন, ১৩/১১/২০১১ তারিখে এসআই জুলহাস উদ্দিনের কাছ থেকে তুলি রাণী সাহার মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে সকাল ১০:০০ টায় দক্ষিণ হলুদিয়া গ্রামে মোঃ জাহিদের বাড়িতে যান। তুলি রাণী সাহার লাশটি বাড়ির দোতলায় একটি ঘরের চৌকির ওপর শোয়া অবস্থায় পান। তুলির গলায় সামান্য দাগ ছিল এবং সিলিং এর কাঠের সঙ্গে একটি ওড়না মাটি পর্যন্ত ঝুলানো অবস্থায় দেখতে পান। তিনি আরো বলেন, ওড়নাটি স্বাভাবিকভাবে ঝুলানো ছিল। ওড়নাতে ফাঁস দেওয়ার মতো কোন নমুনা পাওয়া যায়নি। তুলির লাশ মুন্সিগঞ্জ সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠান। তুলির বড় ভাই সাগর বাদী হয়ে একটি মামলা করেন। মামলা নম্বর- ০২, তারিখ- ১৩/১১/২০১১, ধারা- নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (সংশোধনী ০৩) এর ১১ (ক)/৩০।

অধিকার যৌতুকের দাবীতে তুলি রাণী সাহাকে হত্যার ঘটনায় সুষ্ঠু বিচার দাবী করছে।

-সমাপ্ত-